প্রশ্ন:-জাদুঘরের সংজ্ঞা দাও। এবং জাদুঘরের উদ্দেশ্য গুলি লেখো।

উত্তর:-)সাধারণভাবে বলা যায় জাদুঘর হল বিভিন্ন ঐতিহাসিক উপাদানের সংগ্রহশালা; যেখানে ঐতিহাসিক, সাংস্কৃতিক, বৈজ্ঞানিক, শিল্প-বিষয়ক প্রভৃতি বিভিন্ন ধরণের গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শন সংরক্ষণ করে তা জনসাধারণের উদ্দেশ্যে স্থায়ী বা অস্থায়ী ভাবে প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা হয়। এক কথায়, বিভিন্ন প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন সংগ্রহ করে সেগুলি যে সব প্রতিষ্ঠান বা ভবনে সংরক্ষণ করে রাখা হয় সেই সব প্রতিষ্ঠান বা ভবন কে জাদুঘর বলে।

আন্তর্জাতিক জাদুঘর পর্ষদ অর্থাৎ **ICOM(International Council Of Museums)** জাদুঘরের সংজ্ঞা প্রসঙ্গে বলেছে, জাদুঘর হল অলাভজনক, জনসাধারনের কাছে উন্মুক্ত এবং স্থায়ী সমাজসেবা মূলক প্রতিষ্ঠান যা শিক্ষালাভ, জ্ঞানচর্চা ও আনন্দলাভের উদ্দেশ্যে মানব ঐতিহ্যর স্পর্শযোগ্য ও স্পর্শঅযোগ্য জিনিসপত্র সংগ্রহ করে, সংরক্ষণ করে, প্রদর্শন করে এবং সেগুলি নিয়ে গবেষণা করে।

'পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাডেমির ' অভিমত অনুসারে, যে ঘরে নানা অত্যাশ্চর্য জিনিস বা প্রাচীন জিনিস সংরক্ষিত থাকে তা-ই হল জাদুঘর।

গ্রিক লেখক পেসেনিয়াস এর লেখা থেকে জানা যায় যে, এক সঙ্গীতজ্ঞ মউসিয়াসের নামানুসারে এক পাহাড়ের নাম হয় "মউসিয়ন" । ঐতিহাসিকদের মতে, এই মউসিয়ন শব্দ থেকে '**Museum**' বা জাদুঘর শব্দের উৎপত্তি হয়।

জাদুঘরের উদ্দেশ্য গুলি হল :-

১.)প্রত্ননিদর্শন সংগ্রহ ও সংরক্ষণ :- জাদুঘরের একটি প্রধান উদ্দেশ্য হল বিশ্বের বিভিন্ন দেশের, বিভিন্ন যুগের নানা নিদর্শন সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করা। জাদুঘরে প্রাচীন মুদ্রা, লিপি, নানা শিল্পচর্চা (ভাস্কর্য, স্থাপত্য, চিত্রকলা), দুষ্প্রাপ্য পুরাবস্তু সমূহ এবং নানা মডেল সংরক্ষিত রাখা থাকে।

২.)প্রতিকৃতি নির্মাণ :- জাদুঘর গুলি বিভিন্ন প্রাচীন, আধুনিক গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক নিদর্শনের বা ক্রিয়াকলাপের বা বস্তুসমূহের বা ব্যক্তিসমূহের মডেল নির্মাণ করে। এই মডেল গুলি দর্শকদের দেখানোর লক্ষ্যে সাজিয়ে রাখা হয়ে থাকে।

৩.)অতীত সমাজ-সভ্যতার ধারণা দান :- জাদুঘরে যে সমস্ত জিনিস সাজিয়ে রাখা হয় সেগুলি থেকে আমরা অতীত সমাজ , সভ্যতা সম্পর্কে এক সাধারণ ধারণা পেয়ে থাকি। বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে মানবসমাজ ও সভ্যতার যে অগ্রগতি ঘটেছে তার বিভিন্ন নিদর্শন ও স্মৃতিচিহ্নের আভাস মেলে জাদুঘরে সংরক্ষিত বিভিন্ন প্রত্ননিদর্শন গুলির মাধ্যমে।

৪.)স্মরণীয় ব্যক্তিত্বদের সংগ্রহশালা নির্মাণ :- বিশ্বের বেশ কয়েকটি জাদুঘরকে সম্পূর্ণরূপে বা আংশিক ভাবে বিশ্বের জনপ্রিয় ও স্মরণীয় ব্যক্তিত্বদের মূর্তির সংগ্রহশালা হিসেবে গড়ে তোলা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে মাদার ওয়াক্স জাদুঘরটির কথা উল্লেখ করা যায়। এই জাদুঘরটিতে ঐতিহাসিকভাবে স্বীকৃত রাজকীয় ব্যক্তিত্ব, ক্রীড়া তারকা, বিশ্বের বিভিন্ন দেশের রাজনৈতিক নেতৃবর্গ, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব এমনকি চলচ্চিত্রের জনপ্রিয় নায়ক – নায়িকা দের মোমের মূর্তি সংরক্ষিত করা রয়েছে।

৫.)জনসচেতনতা গঠন :- জাদুঘরে সংরক্ষিত ঐতিহাসিক, বৈজ্ঞানিক, শৈল্পিক গুরুত্বপূর্ণ প্রত্ননিদর্শন গুলির মাধ্যমে দর্শকদের মধ্যে এক সচেতনতাবোধ গড়ে ওঠে। অনেক সময় জাদুঘরে সংরক্ষিত বিষয়গুলি পন্ডিত গবেষকদের লেখার কাজে বা গবেষণার কাজেও সাহায্য করে।

৬.)জ্ঞানের প্রসার :- জাদুঘরে সংরক্ষিত বিভিন্ন প্রত্ননিদর্শন গুলির পাশে সেই নিদর্শন সম্পর্কিত নানা ধরণের তথ্য লিপিবদ্ধ থাকে। তাই দর্শককুল জাদুঘরে সংরক্ষিত বিভিন্ন প্রত্ন নিদর্শনগুলি দর্শন করার পাশাপাশি এই সমস্ত তথ্য গুলি পাঠ করারও সুযোগ পায়। এতে পাঠকের মনে নির্দিষ্ট প্রত্নবস্তু সম্পর্কে সঠিক জ্ঞানের প্রসার ঘটে।